মি’রাজ বা ইসরা

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ “(মি’রাজ বা ইসরা)” সুরা বনি ইসরাঈল বা সুরা ইসরার ১ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে,

সুরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াতঃ১

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی
الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ
السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱

তিনি পবিত্র যিনি তাঁর বান্দাকে(রাসুল সঃ কে) এক রজনীতে মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায়, (বায়তুল মাক্‌দিস) যার চতুষ্পার্শ্বকে আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্যে; তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

এ ঘটনাটি হিজরতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। হাদীস ও নবী জীবনের সিরাত গ্রন্থে প্রায় ২৫ জন সাহাবী এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

কোরআন মজীদে শুধু মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানোর কথা বলা হয়েছে। এ ঘটনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপরের আয়াতে আল্লাহ

বলেছেন তাঁর বান্দাহ(হযরত মুহাম্মদ সঃ)কে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে চেয়েছিলেন। কোরআনে এর বেশী বিস্তারিত বলা হয়নি।

হাদীসে বিস্তারিত এসেছে । তা সংক্ষেপে হলঃ জিবরাঈল(আঃ) রসুল(সঃ) কে বুরাকে চড়িয়ে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান। বাইতুল মুকাদ্দাসে তিনি সমস্ত নবীদের সাথে করে সালাত আদায় করেন।

তারপর জীবরাঈল(আঃ) রসুল(সঃ)কে উর্ধ্ব জগতে নিয়ে যান। সেখানে বিভিন্ন আকাশে বিপুল মর্যাদা সম্পন্ন নবী রসুলগণের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়।

অতঃপর উর্ধ্ব জগতের শেষ পর্যায়ে তিনি আল্লাহর সামনে হাজির হন। আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার সময় রসুল (সঃ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ সংক্রান্ত আদেশ জানানো । এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ তাকে দেয়া হয় ।

এরপর তিনি উর্ধ্ব জগত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন। এবং সেখান থেকে তিনি বাইতুল হারামে ফিরে আসেন।

বিপুল সংখ্যক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে রসুল(সঃ) কে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে।

সহীহ হাদীস সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে ,পরের দিন যখন তিনি লোকদের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন মক্কার মুশরিক কাফেররা রসুল(সঃ)কে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা শুরু করে এবং কিছু কিছু মুসলমানদেরও মনে কিছুটা অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল।

তাফহীমুল কোরআনের ব্যখ্যাঃ

হাদীসের এ বাড়তি বিবরণ কোরআন বিরোধী নয় বরং তার বর্ণনার সম্প্রসারিত রূপ। আর এটা সুস্পষ্ট যে, সম্প্রসারিত রূপকে কোরআনের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। তবুও যদি কোন ব্যক্তি হাদীস উল্লেখিত এ বিস্তারিত বিবরণের কোন অংশ না মানে তাকে কাফের বলা যেতে পারে না। তবে কোরআন যে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে তা অস্বীকার করা অবশ্যই কুফরী।

হিজরতের মাত্র এক বছর আগে মেরা'জে আল্লাহ তা'য়ালা তার রসুলকে ডেকে মদীনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র/ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তার মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এ সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরার) আয়াত নম্বর ২২ থেকে ৩৯ এ উল্লেখিত হয়েছে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বনী ইসরাঈল</u>

১) আল্লাহর সাথে আর কাউকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়ো না। এমনটি করলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ২২

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

আল্লাহর সাথে অপর কোন মা'বুদ স্থির করো না; করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

২) ইবাদত করবে কেবল আল্লাহর। পিতা মাতার প্রতি ইহসান করবে। তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌছালে তাদেরকে উহ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ২৩

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ
وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বল সম্মান সূচক নম্র কথা।

৩) দয়া অনুকম্পা দিয়ে তাদের প্রতি কোমলতার ডানা অবনমিত করবে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ২৪

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا

كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলোঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।

৪)আল্লাহমূখী লোকদের জন্যে তিনি ক্ষমাপরায়ন।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল , আয়াতঃ ২৫

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ

لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা সৎ কর্মপরায়ন হলে যারা সর্বদা আল্লাহমূখী আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল।

৫)আত্মীয়স্বজন ,মিসকিন আর পথিকদেরকে তাদের হক প্রদান কর। কিছুতেই অপব্যয় করবে না।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ২৬

وَ اٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ

تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।

৬) অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তো তার প্রভুর প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ২৭

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ

كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

৭)আর যদি তাদেরকে (আত্মীয়স্বজন, মিসকিন,ও পথিকদেরকে) দান করার সামর্থ না থাকে, তাহলে তাদের সাথে সহজ ও কোমলভাবে কথা বলবে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ২৮

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ

قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

আর তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে করুনা লাভের প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে থাকো তখন তাদেরকে যদি বিমুখই কর, তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।

৮) তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখো না (অর্থাৎ কৃপণ হয়ো না) আর পুরোপুরি মেলেও (অপব্যয়) দিও না। তা করলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ২৯

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

তোমার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে গলায় বেঁধ না (কার্পণ্য করো না) আবার তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না(অপচয় করো না) এমন করলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হবে।

৯) তোমার প্রভু যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন সীমিত।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩০

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

তোমার প্রতিপালক যার জন্যে ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করেন; তিনি তার বান্দাদেরকে ভালোভাবে জানেন ও দেখেন।

১০) অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদের ও তোমাদেরকে রিযিক দেই। সন্তান হত্যা করা মহাপাপ।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩১

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না, তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রুযী দিয়ে থাকি; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

১১) যিনার কাছেও যেয়ো না। এটা একটা ফাহেশা ও নিকৃষ্ট পন্থা।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩২

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً ۖ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

১২)আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করো না। তবে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। যুলুমের মাধ্যমে নিহত হলে তার অলিকে প্রতিকারের (কিসাস গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩৩

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ مَنْ قُتِلَ
مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا یُسْرِفْ فِّی الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ
كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿۳۳﴾

আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না; কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।

১৩) উত্তম পন্থা ছাড়া এতিমের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না যতোদিন না তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় । অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩৪

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْیَتِیْمِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ حَتّٰی یَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪
وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾

ইয়াতীমরা বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তাদের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

১৪)যখন মেপে দিবে মাপ পূর্ণ করবে এবং ওজন করবে সমান সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। এটাই উত্তম এবং পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩৫

وَاَوۡفُوا الۡكَيۡلَ اِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِيۡمِ ؕ ذٰلِكَ
خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا ﴿۳۵﴾

মেপে দেয়ার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করবে দাড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।

১৫) যে বিষয়ে তোমার এলেম নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর এর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩৬

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ اِنَّ السَّمۡعَ وَالۡبَصَرَ وَالۡفُؤَادَ كُلُّ
اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا ﴿۳۶﴾

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পিছে পড়ো না।(অনুমান দ্বারা) নিশ্চিত কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় অদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।

১৬)জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না। তুমি কখনোই পদচাপে জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় পাহাড়ের সমান পৌঁছতে পারবে না।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩৭

وَلَا تَمۡشِ فِى الۡاَرۡضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنۡ تَخۡرِقَ الۡاَرۡضَ وَلَنۡ تَبۡلُغَ
الۡجِبَالَ طُوۡلًا ﴿۳۷﴾

ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই তুমি পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।

১৭)এগুলোর মন্দ দিকগুলো তোমার প্রভুর কাছে খুবই ঘৃন্য।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩৮

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾

এসবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

১৮)তোমার প্রভু অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে যেসব হিকমাহ্ (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা) নাযিল করেছেন এগুলো সেগুলোরই অংশ। তোমার প্রভুর সাথে আর কাউকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়ো না। বানালে তুমি নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩৯

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ

اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিক্‌মত দান করেছেন এগুলি তার অন্তর্ভূক্ত; তুমি আল্লাহর সাথে কোন মা'বুদ স্থির করো না, করলে তুমি তিরস্কৃত ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরীভূত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ সমস্ত মূলনীতির ভিত্তিতে যে সমাজ/রাষ্ট্র রাসুল(সঃ) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সে রাষ্ট্র সর্বকালের ন্যায়নিষ্ঠ ইনসাফপূর্ণ সমাজব্যবস্থা।

Description of the Night Journey (Israa wa Mi'raaj):

Sahih Bukhari

Volume 5, Book 58, Number227:

Narrated Abbas bin Malik

Malik bin Saasa said that Allah's Apostle described to them his Night Journey saying, "While I was lying in Al Hatim or Al-Hijr , suddenly someone came to me and cut my body open from here to here." I asked Al-Jarud who was by my side, "what does he mean?" He said, "It means from his throat to his pubic area, "or said, "From the top of the chest." The Prophet further said, "He then took out my Heart. Then a gold tray of Belief was brought to me and my heart was washed and was filled (with belief) and then returned to its original place. Then a white animal which was smaller than a mule and bigger than a donkey was brought to me. "(On this Al-Jarud asked, "was it Buraq? O' Abu Hamza?" I (i.e. Anas) replied in the Affirmative). The Prophet said, the animal's step (was so wide that it) reached the farthest point within the reach of the animal's sight. I was carried on it, and Gabriel set out with me till we reached the nearest heaven.

When he asked for the gate to be opened, it was asked, 'who is it?' Gabriel answered, 'Gabriel.' It was asked 'who accompanying you?' Gabriel replied, 'Muhammad.' It was asked, 'Has Muhammad been called' Gabriel replied in the Affirmative. Then it was said, 'He is welcomed. 'What an excellent visit he is!' The gate was opened, and when I went over the first heaven, I saw Adam there. Gabriel said (to me). 'This is your father, Adam; pay him your

greetings.' So I greeted him and he returned the greeting to me and said, 'You are welcomed, O pious son and pious prophet.' Then Gabriel ascended with me till we reached the second heaven. Gabriel asked for the gate to be opened. It was asked, 'who is it?' Gabriel answered 'Gabriel.' Who is accompanying you?' Gabriel replied, 'Muhammad.' It was asked, 'Has he been called?' Gabriel answered in affirmative. Then it was said, 'He is welcomed. 'What an excellent visit his is!' The gate was opened.

When I went over the second heaven, there I saw Yahya. (i.e. John) and Isa(i.e. Jesus) who were cousins of each other. Gabriel said (to me), These are John and Jesus; pay them your greetings. So I greeted them and both of them returned my greetings to me and said, 'You are welcomed, O pious brother and pious Prophet.' Then Gabriel ascended with me to the third heaven and asked for its gate to be opened. It was asked 'who is it?' Gabriel replied, 'Gabriel'. It was asked, 'who is accompanying you?' Gabriel replied 'Muhammad.' It was asked, 'Has he been called?' Gabriel replied in the affirmative. Then it was said, He is welcomed, what an excellent visit his is!

The gate was opened, and when I went over the third heaven there I saw Joseph. Gabriel said (to me), 'This is Joseph; pay him your greetings.' So I greeted him and he returned the greeting to me and said, you are welcomed, O pious brother and pious Prophet,' Then Gabriel ascended with me to the fourth heaven and asked for its gate to be opened. It was asked who is it?' Gabriel replied, 'Gabriel' It was asked 'who is accompanying you?

Gabriel replied 'Muhammad'. It was asked , 'Has he been called?' Gabriel replied in the affirmative. Then it was said, 'He is welcomed, what an excellent visit his is!'

The gate was opened, and when I went over the forth heaven, there I saw Idris. Gabriel said (to me), 'this is Idris; pay him your greetings.' So I greeted

him and he returned the greeting to me and said, 'You are welcomed, O pious brother and pious Prophet.' Then Gabriel ascended with me to the fifth heaven and said, for its gate to be opened. It was asked, 'who is it?'

Gabriel replied, 'Gabriel.' It was asked, 'Who is accompanying you?' Gabriel replied, 'Muhammad.' It was asked, 'Has he been called?' Gabriel replied in the Affirmative. Then it was said He is welcomed, what an excellent visit his is! So when I went over the fifth heaven, there I saw Harun(i.e.Aaron), Gabriel said(to me), This is Aaron; pay him your greetings. I greeted him and he returned the greeting to me and said, 'You are welcomed, O pious brother and pious Prophet.' Then Gabriel ascended with me to the sixth heaven and asked for its gate to be opened. It was asked 'Who is it?' Gabriel replied, 'Gabriel.' It was asked, 'Who is accompanying you?' Gabriel replied, 'Muhammad.' It was asked, 'Has he been called?' Gabriel replied in the affirmative. It was said, he is welcomed. What an excellent visit he is!'

When I (went over the sixth heaven), there I saw Moses. Gabriel said (to me). ' This is Moses; pay him your greeting. So I greeted him and he returned the greetings to me and said, ' You are welcomed, O pious brother and pious Prophet. ' when I left him(i.e.Moses) he wept. Some one asked him, what makes you weep?' Moses said, 'I weep because after me there has been sent (as Prophet) a young man whose followers will enter Paradise in greater numbers than my followers.' Then Gabriel ascended with me to the seventh heaven and asked for its gate to be opened. It was asked who is it?' Gabriel replied, 'Gabriel.' It was asked, 'Who is accompanying you?'

Gabriel replied, 'Muhammad.' It was asked, 'Has he been called?' Gabriel replied in the affirmative. Then it was said, 'He is welcomed. What an excellent visit his is!'

So when I went (over the seventh heaven), there I saw Abraham. Gabriel said(to me), 'This is your father; pay your greetings to him.' So I greeted him and he returned the greetings to me and said, 'You are welcomed, O pious son and pious Prophet.'

Then I was made to ascend to Sidrat-ul-Muntaha (i.e. the Lote Tree of the utmost boundary) Behold! Its fruits were

like the jars of Hajr(i.e. a place near Madina) and its leaves were as big as the ears of elephant. Gabriel said, 'This is Lote Tree of the utmost boundary.' Behold! There ran four rivers, two were hidden and two were visible. I asked, 'What are these two kinds of rivers, O Gabriel ?' He replied.' As for the hidden rivers, they are two rivers in Paradise and the visible rivers are the Nile and the Euphrates.'

Then Al-Bait-ul-Ma'mur(I.e. The Sacred House) was shown to me and a container full of wine and another full of milk and a third full of Honey were brought to me. I took the milk. Gabriel remarked, this is the Islamic

Religion which You and your followers are following, then the prayers were enjoined on me: They were fifty prayers a day. When I returned, I passed by Moses who asked (me), 'What have you been ordered to do?' I replied, ' I have been ordered to offer fifty prayers a day. 'Moses said 'Your followers cannot bear fifty prayers a day and by Allah , I have tested people before you, and I have tried my level best with Bani Israel (in vain). Go back to your Lord and ask for reduction to lessen your followers 'burden'. So I went back, and Allah reduced 10 prayers for me. Then I came to Moses, but he repeated the same as he had said before. Then again I went back to Allah and he reduced ten more prayers. when I came back to Moses he said the same, I went back to Allah and he ordered me to observe 10 prayers a day.

When I came back to Moses, he repeated the same advice, So I went back to Allah and was ordered to observe five prayers a day.

When I came back to Moses, he said, 'What have you been ordered?' I replied, 'I have been ordered to observe five prayers a day.' He said 'Your followers cannot bear five prayers a day, and no doubt, I have got an experience of the people before you, and I have tried my level best with Bani Israel, so go back to your Lord and ask for reduction to lessen your follower's burden.' I said, 'I have requested so much my Lord that I feel ashamed, but I am satisfied now and surrender to Allah's order.' When I left, I heard a voice saying, ' I have passed My Order and have lessened the burden of my worshipers.

Translated by Muhsin Khan

.....